গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)-২য় পর্যায় প্রকল্প
জাতীয় প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ভবন (৯ম তলা), ১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০

বিষয় ঃ উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ আবু সেলিম মাহমুদ-উল হাসান, যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাতীয়প্রকল্প পরিচালক, স্বপ্ন-২য় পর্যায়।

সভার স্থান ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ভবন (৯ম তলা) উপস্থিতি ও অনলাইন সভা, (Zoom Meeting ID# 833 5685 2725)

তারিখ ও সময় ঃ ৮ মে ২০২৪, সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

১. **সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকাঃ** পরিশিষ্ট **'ক'** তে সন্নিবেশিত।
শুরুতেই সভার সভাপতি আবু সেলিম মাহমুদ-উল হাসান, যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, স্বপ্ন-২য় পর্যায় প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে উপস্থিত সকলকে সভায় স্বাগত জানান।উপস্থিত সকলের পরিচয়পর্ব শেষে সভাপতি, পিআইসির সদস্য সচিব জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব রোজি আক্তারকে সভার আলোচ্যসূচি ও প্রকল্পের অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

২. **সভার আলোচ্যসূচিঃ**
- ক) প্রকল্প পরিচিতি ও হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- খ) ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের প্রক্রিয়া উপস্থাপন;
- গ) বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার উপর আলোচনা;
- ঘ) প্রকল্পের অপারেশন ম্যানুয়াল পর্যালোচনা;
- ঙ) প্রকল্পের অর্থায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা পূর্বক অনুমোদন;
- চ) উপকারভোগীর প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান বিষয়ে অবহিতকরণ ও পরামর্শ গ্রহণ;
- ছ) ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক মতামত গ্রহণ;

ক) প্রকল্প পরিচিতি ও হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ স্বপ্ন প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব রোজি আক্তার প্রকল্পের একটি ভিডিওচিত্র উপস্থাপন এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, উপকারভোগীর ধরণ, উপকারভোগী নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি প্রকল্পের বরাদ্দ, মেয়াদকাল ও কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম সমূহের মধ্যে তিনি ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন, নারী উপকারভোগীদের শতভাগ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মজুরি প্রদান, ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ইউডিএমসির সক্ষমতা বৃদ্ধি, উপকারভোগীদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, টেকসই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন, স্থানীয়/গ্রামীন পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আনুষ্ঠানিক সেক্টরে নারী উপকারভোগীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও শোভন কর্ম-পরিবেশের প্রসার ঘটানোর বিষয়ে আলোকপাত করেন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রকল্পটি তিনটি এনজিও এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে, কর্ম এলাকার চারটি অঞ্চলে ১২ টি জেলায় ৩২৭ জন এনজিও কর্মী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। প্রকল্প এলাকার ১২ টি জেলার ৩২ উপজেলায় ২৮৩ ইউনিয়নে ১০১৮৮ জন উপকারভোগী নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এ পর্যায়ে জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) প্রকল্পের আরএডিপির সংস্থান, অবমুক্তি ও ব্যয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিওবি সংস্থান হতে অবমুক্তি ২৩.২৩ কোটি টাকা এবং পিএ সংস্থান হতে ১৪.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। পিএ সংস্থান হতে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় মোট ৫.৭৬ কোটি টাকা (পিএ) এবং জিওবি খাতে এখন পর্যন্ত ব্যয় শূন্য।

জনাব মাকসুদা হোসেন, যুগ্মপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বলেন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ৩৭.৪৯ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ২৩.২৩ কোটি এবং পিএ ১৪.২৬ কোটি টাকা। ১৪.২৬ কোটি টাকা পিএ সংস্থানের মধ্যে ৫.৭৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়। তিনি অবশিষ্ট ৮.৫ কোটি টাকা ব্যয় পরিকল্পনা বিষয়ে জানতে চান। এছাড়াও তিনি জিওবির সংস্থান অর্থ বিভাগ হতে ছাড় হয়েছে কিনা জানতে চান। তিনি জিওবি অর্থ দ্রুত ছাড় করানোর জন্য অনুরোধ করেন। জিওবির সম্ভাব্য অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ করা উচিত ছিল বলে তিনি অবহিত করেন।

প্রকল্পের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান, পিএ সংস্থানের ৭০% পর্যন্ত এবং জিওবি ফান্ডের ৪০% পর্যন্ত ব্যয় পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে। জিওবি সংস্থানের অর্থ প্রকল্পের উপকারভোগীদের ৯০ দিনের মজুরি হিসেবে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল (এপ্রিল হতে জুন- ২০২৪ পর্যন্ত)। তিনি বলেন, মার্চ ২০২৪ আরএডিপি অনুমোদন হয় যার ফলে আরএডিপিতে অর্থবরাদ্দ কমানোর সুযোগ হয়নি। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জিওবির সম্ভাব্য অব্যয়িত অর্থ দ্রুত সমর্পণের পরামর্শ প্রদান করেন।

খ) **ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনঃ** জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আহসান, উপসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উপকারভোগী নির্বাচনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি জানান বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় এবং গ্রহণযোগ্য উপকারভোগীর ডেটাবেইজ সমাজসেবা অধিদপ্তরে রয়েছে। তিনি বলেন, প্রকল্পের উপকারভোগী সমাজসেবা ডেটাবেইজের সাথে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। এর মাধ্যমে কোন উপকারভোগী ওভারল্যাপিং হয়েছে কিনা নিশ্চিত হওয়া যাবে। উক্ত কার্যক্রমে তিনি সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করার আশ্বাস প্রদান করেন।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মহোদয় সমাজ সেবার ডেটাবেইজের সাথে স্বপ্ন- ২য় পর্যায় প্রকল্পের উপকারভোগীর ডেটাবেইজ ক্রস চেক করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জানান, এ প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এনজিও কর্মীরা বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন, পোস্টার বিতরণ এবং মাইকিং এর মাধ্যমে এলাকাবাসীদের অবহিত করেছেন। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে একটি পূর্ব-নির্ধারিত দিনে সম্ভাব্য উপকারভোগীগণ নিজেরা উপস্থিত থেকে প্রকল্পের গাইডলাইন অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত প্রদান করেন। প্রাথমিক ভাবে প্রকল্পে ব্যবহৃত সফটওয়্যারের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এর পর সফটওয়্যারের মাধ্যমেই প্রকল্পের গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রাথমিক ভাবে যোগ্য নারীদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। অতপর: উন্মুক্ত লটারীর মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নে উপকারভোগী নির্বাচন করে প্রাথমিক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাড়ি বাড়ি যাচাই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর সম্বলিত উপকারভোগীদের তালিকা ও অপেক্ষমানদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে যা সকলের অবগতির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনে ব্যবহৃত সফটওয়্যারটির কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্পের আইসিটি কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের আইসিটি কর্মকর্তা জনাব ইশরাক হোসেন সফটওয়্যারটির কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে প্রদর্শন করেন এবং ব্যাখ্যা করেন।

জনাব মোঃ রবিউল হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বলেন লটারীর মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করলে প্রকৃত উপকারভোগী বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পূর্ব থেকে অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করে তা থেকে প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন করলে আরো ভাল হত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

জনাব আফরোজা আক্তার চৌধুরী, উপপ্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ বলেন প্রকল্পটি যেভাবে সফটওয়্যারের ব্যবহার, লটারী পদ্ধতি অনুসরণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে উপকারভোগী নির্বাচন করেছে এটি প্রশংসনীয় কিন্তু অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করে উপকারভোগী নির্বাচন করতে পারলে আরো ভাল হত বলে তিনি মনে করেন। তিনি জেলা ভিত্তিক উপকারভোগীর সংখ্যা নিয়ে পর্যালোচনা করেন। জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) এক্ষেত্রে প্রকল্পের ডিপিপির নির্দেশনা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ওয়ার্ড থেকে ৪ জন এবং প্রতি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড হতে মোট ৩৬ জন নির্বাচন করা হয়েছে বলে জানান। নির্বাচিত সকল নারী উপকারভোগী ঐ এলাকার অন্যান্য নারীদের চেয়ে পিছিয়ে পড়া ও হতদরিদ্র যাদের প্রকল্পের গাইডলাইন অনুসরণ করে স্বচ্ছতার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব জনাব পলি কর প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপকারভোগীদের একটি অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করার বিষয়ে প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি প্রকল্পের অগ্রগতির অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিবরণী পিআইসির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। সভার সদস্যগণ এই পরামর্শের সাথে একমত প্রকাশ করেন।

গ) **বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার উপর আলোচনা এবং অনুমোদনঃ** জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মহোদয় ২০২৪ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করে বলেন, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাটি ইউএনডিপির নির্ধারিত ছকে প্রকল্পের চারটি ফলাফল অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাটি পিআইসি কর্তৃক অনুমোদনের নির্দেশনা রয়েছে বলে তিনি অবহিত করেন। কর্মপরিকল্পনার প্রতিটি কার্যক্রম ইউএনডিপির আর্থিক নীতি অনুসরণ করে ব্যয়িত হয়। এ কর্মপরিকল্পনাটি জাতীয় প্রকল্প পরিচালক এবং ইউএনডিপির উপ-আবাসিক প্রতিনিধি অনুমোদন দিয়ে থাকেন। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাটির নিম্নোক্ত সার সংক্ষেপ পিআইসি সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়:

SL	Output	Budget (USD) 2024	BDT
1	Strengthened institutional capacity for sustaining SWAPNO benefits$	347,553.59	38,057,118.11
2	Increased Income and Assets engaging Local Economy and Skill Development	1,132,709.50	124,031,690.25
3	Strengthened Human Capabilities and Resilience Capacity	440,105.63	48,191,566.49
4	Project Management	286,407.90	31,361,665.05
	Grand total	**2,206,776.62**	**241,642,039.89**

ঘ) **প্রকল্পের অপারেশন ম্যানুয়াল পর্যালোচনাঃ** জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আহসান, উপসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রকল্পের অপারেশন ম্যানুয়াল পর্যালোচনা করে বলেন ম্যানুয়ালটি ইতোমধ্যে মুদ্রিত হয়েছে। ম্যানুয়াল অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ম্যানুয়ালটির বিষয়ে পিআইসিকে অবহিত করায় তিনি সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান।

ঙ) **প্রকল্পের অর্থায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা পূর্বক অনুমোদনঃ** জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মহোদয় অপারেশন ম্যানুয়ালে বর্ণিত মজুরি প্রদানের আর্থিক লেনদেনের ৩টি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, উক্ত বিষয়ে চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অবগত হয়েছি যে অপারেশন ম্যানুয়ালে বর্ণিত ৩ নং পদ্ধতিটি এ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও মহিলা উপকারভোগীদের মজুরি প্রদানের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতি ব্যবহারের বিষয়ে বিকাশ কোম্পানিকে নিযুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। যেহেতু বিকাশ কোম্পানীটির সেবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যমান এবং স্বপ্ন-১ম পর্যায়ে বিকাশের সেবার মান সন্তোষজনক ছিলো সেহেতু উক্ত প্রস্তাবের সাথে সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

চ) **উপকারভোগীর প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান বিষয়ে অবহিতকরণ ও পরামর্শ গ্রহণঃ** জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলের নিকট হতে এলাকাভিত্তিক কর্মসংস্থানের বিষয়ে পরামর্শ আহ্বান করেন। উক্ত বিষয়ে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ তাদের মতামত প্রদান করেন।

জনাব আফরোজা আক্তার চৌধুরী, উপপ্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পের উপকারভোগীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, যে সমস্ত প্রকল্পে প্রশিক্ষণ রয়েছে সেখানে এনএসডিএ অন্তর্ভুক্ত থাকলে উপকারভোগী প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রাপ্ত হবেন যা দক্ষ কর্মী তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি প্রকল্পের স্বার্থে এনএসডিএ কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধিকে পিআইসি কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন। এছাড়াও তিনি দলভিত্তিক ১,৫০০ নারী এন্টারপ্রাইজ গঠনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এনএসডিএ কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধিকে এ পিআইসি কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন বলে সভার সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন।

প্রকল্পের এন্টারপ্রাইজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্পের এন্টারপ্রাইজ এবং এমপ্লয়মেন্ট এ্যানালিস্ট জনাব গোলাম ফজলে রাব্বানী বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং সম্ভাব্য চাকুরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তির ক্ষেত্রে গ্রীন এবং এ ক্যাটাগরীর প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দেয়া হয় বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, স্বপ্ন-২য় পর্যায় প্রকল্পে ৩,০০০ জন নারী উপকারভোগীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে।

ছ) **ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক মতামত গ্রহণঃ** জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মহোদয় ইউনিয়ন পরিষদের ১৩টি কমিটিকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে সভার সদস্যদের নিকট হতে পরামর্শ আহবান করেন। এ বিষয়ে কমিটির সাথে প্রতি দুই মাস অন্তর সভা করা সম্ভব হলে ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে সকলে মত প্রকাশ করেন।

সর্বশেষে জনাব মোঃ আনোয়ার ইমাম, উপসচিব, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের সার্বিক পর্যবেক্ষণ বিষয়ে পর্যালোচনা করেন এবং তিনি জাতীয় প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

৩. **সিদ্ধান্তঃ**

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়:

ক) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রকল্পের জিওবি বরাদ্দের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যয় নিশ্চিত করা এবং অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

খ) পরবর্তী পিআইসি সভায় প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিবরণী সংযোজন করা হবে।

গ) প্রকল্পের উপকারভোগীদের মজুরি প্রদানের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং এর জন্য বিকাশকে (মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান) নিযুক্ত করা হবে।

ঘ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর একজন প্রতিনিধি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আবু সেলিম মাহমুদ-উল হাসান)
যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
স্বপ্ন- ২য় পর্যায়

পরিশিষ্ট 'ক'ঃ সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. জনাব মাকসুদা হোসেন, যুগ্মপ্রধান, (আর্থ-সামাজিক উইং), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
২. জনাব মোঃ রবিউল হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব (সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা), প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
৩. এ কে এম আনিছুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব, (ইউপি-২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪. বিধান বড়াল, উপসচিব, (জাতিসংঘ-৪ অধিশাখা), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৫. জনাব আফরোজা আক্তার চৌধুরী, উপপ্রধান, (স্কাইসোয়াম উইং) আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৬. মোঃ আনোয়ার ইমাম, উপসচিব, (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. জনাব মোছাম্মৎ হাসিনা আক্তার, উপসচিব, (পরিকল্পনা-১ শাখা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৮. জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আহসান, উপসচিব, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-১ শাখা) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯. জনাব পলি কর, উপসচিব, (পরিকল্পনা-২) স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১০. জনাব রোজি আক্তার, জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) স্বপ্ন-২য় পর্যায় প্রকল্প।
১১. জনাব মোহাম্মদুল হক, জেলা ব্যবস্থাপক, স্বপ্ন-২য় পর্যায় প্রকল্প, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা।
১২. জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, জেলা ব্যবস্থাপক, স্বপ্ন-২য় পর্যায় প্রকল্প, বাগেরহাট, পিরোজপুর।
১৩. জনাব মোঃ জাহিদুল হক, জেলা ব্যবস্থাপক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), স্বপ্ন-২য় পর্যায় প্রকল্প, গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী।
১৪. জনাব মোঃ আমির আলী, স্বপ্ন-২য় পর্যায় প্রকল্প, জামালপুর, শেরপুর।
১৫. জনাব মোহাম্মদ মাসুম মিয়া, স্বপ্ন-২য় পর্যায় প্রকল্প, কুমিল্লা, চাঁদপুর।